OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 114 - 123
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের বয়ান

মো. আল-আমিন
স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID: alaminsaf.bd@gmail.com
0009-0005-4730-5084

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Akhtaruzzaman Elias, Bengali Short Story, Liberation War Narrative, Post-war Bangladesh, Political Instability, Disillusionment, Anti-Liberation Forces, Resistance Consciousness, Social Reality.

Abstract
In the short stories of Akhtaruzzaman Elias, the Liberation War of Bangladesh is represented not merely as a historical event but as a complex life reality intertwined with the crises of the individual, society, state, and politics. This article examines the representation of the Liberation War and the political, social, and human realities of post-war Bangladesh through six of his short stories: Apaghat, Raincoat, Onno Ghore Onno Swar, Khowari, Milir Hate Stengun, and Jal Swapna, Swapner Jal. The stories are examined in three chronological and thematic phases: the direct experience of the Liberation War; post-independence political and social disorder and disillusionment; and the subsequent resurgence of anti-Liberation War forces and the emergence of popular resistance. Apaghat and Raincoat portray the fear, sacrifice, and transformation of consciousness during the war, while Onno Ghore Onno Swar, Khowari, and Milir Hate Stengun reveal political disorder, abuse of power, economic hardship, social degradation, and the deviation from the ideals of the Liberation War in post-independence Bangladesh. Jal Swapna, Swapner Jal, on the other hand, depicts the rehabilitation and social and political re-establishment of anti-Liberation War forces, alongside the suppressed resistance of ordinary people. The analysis demonstrates that Elias does not confine the Liberation War to a conventional heroic or emotion-driven narrative; rather, he presents its immediate and long-term social and political consequences through a critical realist perspective. Thus, his Liberation War-related short stories construct a complex and multidimensional narrative in which history and individual life, dream and reality, aspirations for freedom and disillusionment, and resistance and power intersect. From this perspective, Elias's short stories can be regarded as significant literary documents for understanding the Liberation War of Bangladesh and its enduring social and political repercussions.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) স্বতন্ত্র, জীবনঘনিষ্ঠ ও শিল্পসচেতন কথাশিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। স্বল্পায়ু সাহিত্যজীবনে তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতা, রাজনৈতিক ইতিহাস, শ্রেণিসংঘাত, মধ্যবিত্তের সংকট ও প্রান্তিক মানুষের জীবনকে গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন। তাঁর রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনি সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ইতিহাসও পেয়েছে শিল্পিত ব্যঞ্জনা। ভাষার স্বাতন্ত্র, সূক্ষ্ম সমাজ পর্যবেক্ষণ এবং চরিত্র নির্মাণের গভীরতার কারণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থান অনন্য। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও শোষিত মানুষের জীবন-অভিজ্ঞতাকে তিনি নিছক রাজনৈতিক বয়ান হিসেবে উপস্থাপন না করে বৃহত্তর সামাজিক ও মানবিক বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্য বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমাজের বহুমাত্রিক পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আধার হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির দীর্ঘ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারচেতনার এক ঐতিহাসিক দলিল এবং অস্তিত্বের সংকট থেকে স্বাধীনতার আলোয় উত্তরণের এক গৌরবময় অধ্যায়। এটি একটি জাতির জাগরণের অগ্নিগাথা, যেখানে বীরত্ব আর বেদনার সুর মিলেমিশে অঙ্কিত হয়েছে ইতিহাসের শাশ্বত ক্যানভাস। বাংলার শস্যশ্যামল মাটিতে রক্তের অক্ষরে লেখা এই যুদ্ধের শিকড় শুধু নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামেই আবদ্ধ নয়, ছিল বহুদূর বিস্তৃত। এটি সেই ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তর থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ বাঙালির জন্য এক গভীর ট্র্যাজেডি হয়ে আসে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় কেবল একজন শাসকের পতন নয়, এটি ছিল একটি জাতির সমৃদ্ধি হারানোর সূচনা।[১] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের পর বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস করে দেয়, কৃষক-তাঁতিসহ সকলকে করে সীমাহীন শোষণ। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে লাখো মানুষ প্রাণ হারায়। আর এভাবেই বাঙালি ধীরে ধীরে এক অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটলেও বাংলার ভাগ্য পরিবর্তিত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পুরো ভারতকে একটি 'করদ-রাজ্যে' পরিণত করে। ১৯০৫ সালে বাংলাকে বিভক্তি করার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদে আঘাত ও 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীষবাষ্পের সূচনা করা হয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও ব্রিটিশদের শাসননীতিও কঠোর হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে স্বাধীন হলেও পূর্ববাংলার মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এই অঞ্চলের মানুষের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে দ্রুতই। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চালায়; যা পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। পাকিস্তানি শাসকেরা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করলে বাঙালিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।[২] ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকেই বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।[৩] ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রথম সংগ্রামী জাগরণ, যা পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। তৎপরবর্তী ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নিরঙ্কুশ বিজয়; একের পর এক প্রমাণ করে যে বাঙালিরা পাকিস্তানি শোষণ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতির আহ্বান জানায়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় অধ্যায়। পাকিস্তানি মিলিটারি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিকল্পিত গণহত্যা চালায়, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে হত্যা করা হয় সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয়মাস ধরে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রণাঙ্গনে মুক্তিবাহিনী, ক্র্যাক প্লাটুনসহ নানা গেরিলা গ্রুপ দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দুর্বল করতে থাকে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় বিশ্বমানচিত্রে; সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তার আত্মপরিচয়।

'মুক্তিযুদ্ধ' প্রসঙ্গটি বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাতেই উজ্জ্বল আভায় প্রতিফলিত হয়েছে। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে তো বটেই, বাংলা ছোটগল্পেও একাত্তরের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে মৌল-ব্যঞ্জনায়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য –

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের 'ফেরা', 'ভূষণের একদিন', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'কলিমদ্দি দফাদার', আনিসুল হকের 'কালরাত্রি', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'রেইনকোট', 'অপঘাত', আবু ইসহাকের 'ময়না কেন কথা কয় না', আলাউদ্দিন আল আজাদের 'আমাকে একটি ফুল দাও', জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে', জাহানারা ইমামের 'উপলব্ধি, রায়বাঘিনী', শওকত ওসমানের 'দুই ব্রিগেডিয়ার', শহীদুল জহিরের 'কাঁটা', সেলিনা হোসেনের 'আমিনা ও মদিনার গল্প', সৈয়দ শামসুল হকের 'ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে', আহমদ ছফার 'পাথেয়', এবং হুমায়ূন আহমেদের 'জলিল সাহেবের পিটিশন' প্রভৃতি।

বাংলা ছোটগল্পে 'মুক্তিযুদ্ধ' প্রসঙ্গটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে। অধিকাংশ গল্পে যুদ্ধের বীরত্বগাথা, নিপীড়ন ও আত্মত্যাগের বেদনার্ত চিত্র প্রতিফলিত। তবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে এই প্রবণতা থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন বলেই মনে হয়। তিনি যুদ্ধের রক্তাক্ত বাস্তবতাকে কাব্যিক আবেগ থেকে মুক্ত রেখে নির্মোহ বাস্তবতায় গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন, যা তাঁকে অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পকারদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তুলেছে। ইলিয়াসের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ রোমান্টিক ভাবাবেগ বা বীরত্বগাঁথার মোড়কে আবৃত নয়, এটি এক জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক সংকট হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের যেসব গল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রসঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলো হল— 'রেইনকোট', 'অপঘাত', 'অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়ারি', 'মিলির হাতে স্টেনগান এবং জাল স্বপ্ন', 'স্বপ্নের জাল'। কালের বিভিন্নতায় এসব গল্পকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম ধাপে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ রয়েছে এমন গল্প *রেইনকোট* ও *অপঘাত*। স্বাধীনতা-পরবর্তী (১৯৭২-১৯৭৫) সময়ের নানান নৈরাজ্য ও রাষ্ট্রিক অস্থিরতা প্রতিভাত হয়েছে তাঁর *অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি,* ও *মিলির হাতে স্টেনগান* গল্পে। সবশেষে স্বাধীনতার দুই দশক পর তাঁর স্বপ্নভঙ্গের গল্প *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*-এ চিহ্নিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের আশাভঙ্গের রক্তাক্ত বেদনা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী-শক্তি 'উল্টো পা-ওয়ালা' পশ্চাৎপদ মানুষদের ভয়-ভীতিহীন রাজনৈতিক উত্থান ও জাতীয় প্রত্যাবর্তন।

১

আখতারুজজামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পের অধিকাংশই যুদ্ধ-পরবর্তী জনমানুষের স্বপ্নভঙ্গের বিমর্ষতার আখ্যান। সরাসরি যুদ্ধের প্রসঙ্গ এসেছে মাত্র দু'টি গল্পে; *অপঘাত* ও *রেইনকোট*। একটি যুদ্ধকালীন বগুড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রামীণ প্রেক্ষাপট, অপরটিতে চিত্রিত হয়েছে যুদ্ধকালীন রাজধানী ঢাকার বিচিত্র বর্ণনা ও নানাবিধ নাগরিক পরিসর। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধকে ছাপিয়ে দু'টি গল্পই হয়ে উঠেছে আলাদা দু'টি চরিত্রের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে সাহসী মানুষ হয়ে ওঠার অসমান্য আলেখ্য।

দোজখের ওম(১৯৮৯) গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প *অপঘাত* মূলত মুক্তিযুদ্ধে আত্ম-দানকারী বগুড়ার কলেজপড়ুয়া যুবক বুলুর সীমাহীন সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ এবং তার প্রভাবে একজন শহিদপিতা মোবারক আলিরও সাহসী হয়ে ওঠার গল্প। গল্পটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য এরকম—

> "ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক সংকট অতিক্রম করে গল্পটি মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে মূর্ত করে তুলেছে।"[৪]

অপঘাত গল্পের মোবারক আলি এবং *রেইনকোট* গল্পের কলেজের মধ্যবিত্ত লেকচারার নুরুল হুদা গল্পের প্রথমার্ধে একই সমান্তরালে অগ্রগামী হয়েছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অপঘাত গল্পের বুলু যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক পর্যায়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ৪ মাস পর মিলিটারির জিপে গ্রেনেড মারতে গিয়ে যমুনা-তীরবর্তী বৌডোবা খালে তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। গল্পে বর্ণিত হয়েছে বুলুর সেই দুঃসাহসিক অভিযানের শ্বাসরুদ্ধকর বয়ান—

> "জিপ যে এতো তাড়াতাড়ি আসবে ওরা ভাবেনি। সঙ্গে সঙ্গে ৩ জনেই নেমে পড়ে রাস্তার ধারে।... উঁচুনিচু রাস্তায় টলোমলো চাকায় জিপ যখন ব্রিজের ওপর উঠেছে বুলু করলো কি, পাটখেত থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলো জিপ লক্ষ্য করে।... কিন্তু জিপ থেকে এক সেপাই যে আগেই লাফিয়ে পড়েছে তা বোঝা যায়নি। ওদের দুজনকে রাস্তায় উঠতে দেখে লোকটা গুলি ছেড়ে রাস্তার ঢাল থেকে। দুটো গুলিই লাগে বুলুর বুকে।"[৫]

বুলুর মায়ের সন্তান হারানোর দেড় মাস পরেও বিয়োগাত্মক যন্ত্রণা ও তার প্রকাশজনিত সীমাবদ্ধতা মোবারক আলিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। দেড় মাস পূর্বে পাক-সেনাদের হাতে নিহত হওয়া আপন সন্তানের জন্য যেন কান্নার অধিকারও নেই বুলুর মায়ের। 'আস্তে! আস্তে কান্দো! বিপদ বোঝো না?' মোবারক আলির এই নিষেধাজ্ঞার পিছনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাক-সেনাদের নৃশংস ছায়া।

বুলুর স্কুল জীবনের সহপাঠী চেয়ারম্যানপুত্র 'স্কলার ছাত্র' শাজাহান টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। চেয়ারম্যানের মেধাবী ছেলে শাজাহান মৃত্যুর পূর্বে বারবার বুলুর নাম বলেছে। তার মৃত্যু এবং মৃত্যু-পরবর্তী পাক-বাহিনীর নানান অমানবিকতা মোবারক আলির ভাবনায় বহুমাত্রিক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে যে একদিন আপনপুত্র বুলুর মৃত্যুর ঘটনা বুকে চেপে রেখেছিল, স্ত্রীকে কাঁদতে দেয়নি প্রাণের শঙ্কায়, যে একদিন বুলু ও মুক্তিসেনা সম্পর্কে বলেছিল, 'মুক্তিবাহিনী করে তোরা করলিটা কী?' সে-ই সন্তানের সংগ্রাম, সাহস ও আত্মত্যাগ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং বাড়ির ১৫০ গজের মধ্যে মিলিটারির ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও সন্তানের যুদ্ধের কৃতিত্ব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করতে শুরু করে। তাই এক সময় যে মোবারক আলি তার স্ত্রীকে 'আস্তে! আস্তে কান্দো! বিপদ বোঝোনা?' বলে সতর্ক করেছিল, গল্পের পরিণতিতে সে-ই তার স্ত্রীর কান্নাহীন অবস্থা দেখে সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে—

> "যার ছেলে মারা গেছে মাস দুয়েক ও হয়নি, সেই মা অন্য কারণে উতলা হয় কীভাবে? সন্ধ্যার পর ছেলের জন্য হামলে কেঁদে মা যদি সারা গ্রাম মাথায় না তুললো তো বুলু এরকম মরা মরতে গেছে কোন দুঃখে?"[৬]

মোবারক আলির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে *রেইনকোট* গল্পের কলেজের প্রভাষক নুরুল হুদার। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থের সর্বশেষ গল্প *রেইনকোট*। গল্পের প্রধান চরিত্র কেমিস্ট্রির লেকচারার নুরুল হুদা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ দূরে থাক এসব বিষয়ে ভাবতেও যেন প্রচণ্ড ভয় পায়। তার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার বিবরণে লেখক বেশ হাস্যরস মিশ্রিত করে নির্মাণ করেছেন চরিত্রটিকে। কলেজের পিওন ইসহাকের আগমনে সে ভাবে—

> "মিলিটারি। মিলিটারি আজ তার ঘরে। আল্লা গো। আল্লাহুম্মা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালিমিন। -পড়তে পড়তে সে দরজার দিকে এগোয়। এই কয়েক মাসে কত সুরাই সে মুখস্থ করেছে। রাস্তায় বেরুলে পাঁচ কালেমা সব সময় রেডি রাখে ঠোঁটের ওপর। কোনদিক থেকে কখন মিলিটারি ধরে। তবু একটা না একটা ভুল হয়েই যায়। দোয়া মনে হলো ঠিকই কিন্তু টুপিটা মাথায় দিতে ভুলে গেল।"[৭]

মিলিটারির কর্নেলের আহ্বানে নানান নাটকীয় উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কলেজে যায় নুরুল হুদা। কর্নেলের এমন জরুরি তলবের প্রধান কারণ মুক্তিবাহিনী গতকাল রাতে কলেজের দেওয়াল ঘেঁষে বোমা ফাটিয়ে ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন আগে কলেজের কয়েকটি বিভাগের জন্য মোট দশটি আলমারি কেনা হয়েছিল। সেগুলো যাচাই করে নেয়ার দায়িত্ব ছিল তার ওপর এবং সেগুলো বয়ে এনেছিল কুলিবেশী 'মিসক্রিয়েন্ট'। তারা ছিল ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা এবং গতকাল রাতে তারাই মিলিটারির ক্যাম্পের পাশের ট্রান্সফর্মার উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের মধ্য থেকে একজন ধরা পড়েছে এবং মিলিটারির অভিযোগ সে নুরুল হুদার নাম বলেছে। কলেজ থেকে উঠিয়ে গোপন আস্তানায় তাকে জিজ্ঞাসা শুরু করলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সে ঠিকঠাক সব জবাব দিতে থাকে। কিন্তু যখন সে জানতে পারে, কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধা বলেছে নুরুল হুদাও তাদের 'গ্যাঙ'-এর নিয়মিত সদস্য, তখন তার মধ্যে এক গভীর চেতনাগত রূপান্তর ঘটে, নবজন্ম লাভ করে যেন। মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানা সে চেনে কিনা এমন জিজ্ঞাসার জবাবে সে 'হ্যাঁ' বলে। কিছু না জানা সত্ত্বেও অদৃশ্য সেই 'গ্যাঙের' সদস্য হওয়ার গৌরবে নুরুল হুদা পরিবর্তিত হয় একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধায়—

> "মিলিটারি ফিরে এসে ফের বলে মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তো তার জানা আছে। সে ফের জবাব দেয়, 'হ্যাঁ'। কিন্তু পরের প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মিলিটারি তাকে নিয়ে যায় অন্য-একটি ঘরে। তার বেঁটে-খাটো শরীরটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো ছাদে-লাগানো একটা আংটার সঙ্গে।...
>
> বৃষ্টির মতো চাবুকের বাড়ি পড়ে তার রেইনকোটের মতো চামড়ায় আর সে অবিরাম বলেই চলে, মিসক্রিয়েন্টদের ঠিকানা তার জানা আছে। তাদের সঙ্গে তার আঁতাতের অভিযোগ ও তাদের সঙ্গে তার আঁতাত রাখার উত্তেজনায় নুরুল হুদার ঝুলন্ত শরীর এতটাই কাঁপে যে চাবুকের বাড়ির দিকে তার আর মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠে না।"[৮]

মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পাক-মিলিটারি যে অকথ্য বর্বরতা চালায়, নিজে মুক্তিযোদ্ধা না হয়েও অবলীলায় সে আঘাতকে গ্রহণ করে গল্পের সমাপ্তিতে নুরুল হুদা নিজেই একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে অভিষিক্ত হয়। যুদ্ধকালীন সন্ত্রস্ত মানুষের এই যে নবচেতনা লাভ, এই জায়গায় *অপঘাত* এবং *রেইনকোট* গল্প অভিন্ন। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক—

> "অপঘাতের পটভূমি গ্রাম, রেইনকোটের পটভূমি নগর, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা; অপঘাতে মোবারকের সন্তান মুক্তিযোদ্ধা, রেইনকোটে নুরুল হুদার শালা; বুলু শহীদ হয়েছে, মিন্টু বেঁচে আছে। তাহলে 'রেইনকোট' গল্প কি অপঘাতের সম্প্রসারণ মাত্র, এ গল্পে কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি-এ প্রশ্ন উঠতে পারে। 'রেইনকোটে'র বিশেষত্ব এখানে যে, নূরুল হুদা নিজেই রূপান্তরিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধায়। মোবারকের গর্ব পুত্রের জন্য, নূরুল হুদার গর্ব সেই অজানা কুলিবেশী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য, অতঃপর তার নিজের জন্যও। সামনে মৃত্যু-দাঁড়িয়ে আছে জেনেও সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, বিভ্রান্ত মিলিটারির মুখ থেকে পাওয়া এই গৌরবটুকু সে হারাতে চায়নি। তার চেতনার এই দিকটিকে ইলিয়াস উপলব্ধি করেছেন।"[৯]

২

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশিদের কাছে গুরুত্ববহ হলেও অর্থনৈতিক আবেদনে তা যেন এই আকাঙ্খার বিপরীত প্রতিফলন। প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং ২৪ বছরের সীমাহীন পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্তি ঘটলেও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি বাংলাদেশিদের জীবনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বয়ে আনতে সমর্থ হয়নি। সীমিত ও সংকুচিত নির্দিষ্ট আয়ের বিপরীতে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সদ্য-স্বাধীন দেশে পর্যাপ্ত জোগানের ঘাটতি এবং নানান সংকটের প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের টানাপোড়েন, দারিদ্র্য ও দুর্দশার অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি জনমনে স্বাধীনতার নেতিবাচক ভাবনার উদ্রেক করে। অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রামে মানুষকে বেছে নিতে হয় নানান নেতিবাচক পন্থা, অন্যদিকে ক্ষমতার অপব্যবহারে অরাজকাতার আশ্রয় নেয় কেড কেউ। একদিকে চরম সামাজিক বিশৃঙ্খলা, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের স্বপ্নভঙ্গ; এ নিয়েই রচিত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের স্বাধীনতা-উত্তরকালের *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, *খোঁয়ারি*, ও *মিলির হাতে স্টেনগান* গল্প।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে নবাব সিরাজউদ্দৌলার শোচনীয় পরাজয়, দীর্ঘদিনের কোম্পানির শোষণ ও তৎপরবর্তী ব্রিটিশ শাসনের কড়াল গ্রাস থেকে উপমহাদেশের মানুষ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার এক নব আকাঙ্খায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গণমানুষের মুখ। মানুষ তাই ভাবে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "মাইনষে কওয়াকওয়ি করতে আছে ঘাড়ে পথে। দ্যাশ স্বাধীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানুষের আর দুক্খ থাকব না।"[১০]

১৯৪৭-পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ মানুষেরা নতুন আশায় বুক বাঁধে একাত্তরে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও কোনো পরিবর্তন আসে না শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের *ফেরা* গল্পের যুদ্ধ শেষে একটি প্রশ্ন—

> "আমরা যুদ্ধে গিইলাম ক্যানো?"[১১]

কিংবা তাঁর *ঘর গেরস্থি* গল্পের যুদ্ধকালীন ভারতে আশ্রয় শেষে ফিরে আসা শরণার্থী রামশরণের স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে মর্মভেদী প্রশ্ন—

> "স্বাধীন হইছি আমরা, স্বাধীনতা কোয়ানে?"[১২]

যেন স্বাধীনতা-পরবর্তী জনমানুষের স্বপ্নভঙ্গের প্রবল জিজ্ঞাসাকেই প্রতিভাত করে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নৈরাজ্য, প্রকাশ্য চাঁদাবাজি অতিষ্ঠ করে তোলে সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষের জনজীবন। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *অন্য ঘরে অন্য স্বর* গল্পে বর্ণিত হয়েছে সে প্রসঙ্গ।

ইলিয়াসের *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬) গল্পগ্রন্থের নামগল্প *অন্য ঘরে অন্য স্বর*-এর পটভূমি ঢাকা থেকে কিছুটা দূরের নারায়ণগঞ্জ শহর। গল্পের শুরুতেই দেখা যায়, ননীদার কাছে কলকাতা থেকে দু'দিনের জন্য বাংলাদেশে বেড়াতে এসে প্রদীপ মুখোমুখি হয় সমাবেশের নামে তরুণদের চাঁদা আদায়ের ঘটনার। ননীদার সংলাপে চিত্রিত হয় তার অসহায়ত্ব-

> "সপ্তার মধ্যে তিনখান চাইরখান কনফারেন্স সম্মেলন, সমাবেশ লাইগাই রইছে। পয়সা আদায়ের ফন্দি, বুঝলি এই ভাই আইবো, বাপে আইবো, বন্ধু আইবো! আরকি? ছাড়ো মালপানি ছাড়ো।"[১৩]

রাজনীতির নামে, ইউথ অর্গানাইজেশনের নামে যুবক কর্মীদের হিন্দু বন্ধুর বাড়ি দখল, মদ্যপান-বিলাসিতা, নানা সুবিধা আদায়, বহু রকমের লাম্পট্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়ারি* গল্পের মৌল বিষয়। ইলিয়াসের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ *খোঁয়ারি*'র (১৯৮২) প্রথম ও নামগল্প *খোঁয়ারি*। এই গল্পে ইলিয়াস একইসঙ্গে ধারণ করেছেন এক সময়কার একটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের নানা ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতে অপস্রিয়মান আভিজাত্যের মর্মন্তুদ চিত্র। গল্পের বর্ণনায় দেখা যায়, রাজনৈতিক কিংস পার্টি নিজেদের যুব সংগঠনের জন্য পুরনো কর্মী সমরজিৎ-দের বিশাল বাড়ির একতলা ভাড়া নিতে চায়। সমরজিতের পুরনো বন্ধু যুবনেতা জাফর ও ফারুক প্রথমে ইনিয়ে-বিনিয়ে ও পরে আদেশের সুরে বাড়ি দখলের ইঙ্গিত করে চলে যায়। *অন্য ঘরে অন্য স্বর*গল্পের যে দু'জন পার্টির কনফারেন্সের চাঁদা নিতে আসে, তাদের একজনের 'কামাল' নাম ছাড়া আর কিছু বিস্তারিত বলেননি ইলিয়াস। আবার *মিলির হাতে স্টেনগান* গল্পে রানার তিন বন্ধুকেও তেমন আলাদা করে দেখাননি তিনি। মিলি তিনজনের মধ্যে কোনো ফারাক খুঁজে পায় না। তাই তো 'সোহেল না সিডনি না ফয়সল' সম্পর্কে মিলির ভাবনা, 'এরা তো সব একই টাইপের'। কিন্তু *খোঁয়ারি* গল্পের জাফর, ফারুক বা আড়ালের মানিক ভাইকেও স্পষ্ট বর্ণনায় নির্মাণ করেছেন গল্পকার। তাদের পোশাকি-আশাক ও অন্যান্য বর্ণনায় লেখক যেন এদের একাকার করে তুলেছেন। একইরকমভাবে ইলিয়াস তাদের রুচিহীনতাকে ব্যঙ্গ করেছেন *খোঁয়ারি*'র তরুণনেতা জাফরের বর্ণনায়—

> "এই কণ্ঠস্বর তার বেলবটম বড় কলারের খবর-কাগজ আঁটা শার্ট, গলায় ঝোলানো চেন এবং সদা প্রস্তুত ও সপ্রতিভ চেহারার সঙ্গে বেমানান।"[১৪]

এসব নেতাদের সংলাপে উন্মোচিত হয় তাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিতর্কিত অবস্থান, ফ্রন্টে না গিয়েও মুক্তিযোদ্ধা বনে যাওয়ার প্রতারণা। ইলিয়াসের *প্রতিশোধ* গল্পে যুদ্ধ না করেই মুক্তিযোদ্ধা সেজে নেতা হয়ে সুবিধা আদায় করতে দেখা যায় আনিসকে। *খোঁয়ারি*-র নেতারা যখন বিভিন্ন জায়গায় দখলদারি, চাঁদাবাজি করে, বিয়ার স্কচ-হুইস্কি পান করে বেড়াচ্ছে, তখন জিনিসপত্রের দাম চলে যাচ্ছে মানুষের নাগালের বাইরে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির নগ্নরূপ পরিলক্ষিত হয় *অন্য ঘরে অন্য স্বর* গল্পের প্রদীপের বয়ানে—

> "রাস্তার দুই দিকে কোনো না কোনো মাঠে কি অফিসের সামনে খালি জায়গায় এখন নোংরা বস্তি, বস্তিগুলো আগে ছিল না। বস্তির কালো ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে চলন্ত রিকশার বস্তা থেকে গড়িয়ে-পড়া আটা তুলে নিচ্ছে হাতের তেলোয়, নাকের কালচে নোনতা সিকনি সহযোগে তাই গিলছে গোগ্রাসে-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> এরকম দৃশ্য আগে কেবল বড়ো শহরেই কল্পনা করা যেতো। তবে কি এদের সবেধন নীলমণি ঢাকা শহর এক্সটেন্ড করতে করতে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী অতিক্রম করে যাবে?”[১৫]

স্বাধীনতা-পরবর্তী গণমানুষের আশাভঙ্গের প্রসঙ্গ সাহিত্যে একাধিকবার বর্ণিত হলেও ৭২-পরবর্তী মুজিবীয় শাসনের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্য নিয়ে তেমন কারো রচনা চোখে পড়ে না বলেই ‘চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান’-পরবর্তী এদেশীয় জনমানুষ তা নিয়ে নতুন করে জানবার প্রবল স্পৃহা অনুভব করে। অখতারুজ্জামান ইলিয়াস এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যিনি তাঁর গল্পে বাস্তবতার নিরীখে নির্মাণ করেছেন স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার নগ্নরূপ—

> “এখানকার হার্ডওয়ার ফার্মের নাম লেখা ক্যালেন্ডারে রবীন্দ্রনাথের ছবি। ছবি তো খুব একটা দিয়ে রেখেছে জানে নাকি কার ছবি? আরেক দিকে দামী ফ্রেমে বাঁধানো শেখ মুজিবুর রহমান।”[১৬]

খোঁয়ারি-তেও লেখক বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান দেওয়ালে টাঙানো শেখ মুজিবুর রহমানের ছবির দিকে—

> “বসতে বসতে তাসের তাড়া হাতে সে পেশেন্স খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার মাথার ঠিক ওপরে কাগজের ফুলের মালায় হাবুডুবু খাওয়া শেখ মুজিবুর রহমান উল্টোদিকের দেওয়ালের তাকে দাঁড়ানো মুরলীধরের মুখোমুখি।”[১৭]

উল্লেখ্য, ইলিয়াসের *অন্য ঘরে অন্য স্বর* ও *খোঁয়ারি* গল্পে শেখ মুজিবের শাসনকালের তীব্র সমালোচনা ও নেতিবাচকাতা আছে কিন্তু কোনো প্রতিবাদ নাই। প্রতিবাদ প্রথম লক্ষিত হয় *মিলির হাতে স্টেনগান* গল্পের আব্বাস পাগলা ওরফে আব্বাস আলী মাস্টারের মধ্যে। স্মরণীয় যে, ইলিয়াস তাঁর *অপঘাত* গল্পের মতো এ গল্পেও প্রতিবাদী হিসেবে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক চরিত্র বেছে নেননি। *অপঘাত*-এর সেই গ্রাম পরিসরে মিলিটারি ক্যাম্পের ১৫০ গজের মধ্যে বসবাস করেও গ্রামের নিরক্ষর, নিরস্ত্র মানুষদের পক্ষে প্রতিবাদ যেমন অকল্পনীয়, তেমনি ৭১-পরবর্তী সময়েও নানাবিধ রাজনৈতিক সংকটে মানুষের প্রতিবাদ সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে ইলিয়াস কৌশলে অবতারণা করেন কাবেজউদ্দিনের মতো ‘অস্বাভাবিক’ চরিত্রের।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫) গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প *মিলির হাতে স্টেনগান* যুদ্ধ-পরবর্তী দেশ পুনর্গঠনে আশাহত মুক্তিযোদ্ধার তীব্র বেদনাবোধ ও প্রতিবাদের অসামান্য মহাভাষ্য। দীর্ঘদিনের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তানি শোষণের তীব্র থাবা থেকে দীর্ঘ ৯ মাসের লড়াই-সংগ্রামে অর্জিত সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে আপন গতিতে, জনমানুষের জীবনে আসবে স্বস্তি ও সমৃদ্ধি; এটুকুই প্রত্যাশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধাদের। স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষা, চিকিৎসা, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের উৎকর্ষে উন্নয়নশীল ও স্বনির্ভর হয়ে উঠবে মাতৃভূমি বাংলাদেশ; এটুকুই ছিল আপামর বাঙালির প্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অসাধু মানুষদের কার্যকলাপে শীঘ্র মোহভঙ্গ ঘটে জনমানুষের। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন—

> “ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, শিক্ষা, চিকিৎসা সকল ক্ষেত্রে দেখা দেয় অসাধুতা। রাতারাতি বিত্তশালী হয়ে সুখভোগে নিমজ্জিত হওয়ার স্বপ্ন মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দেয়। দেশ পুনর্গঠন নয়, জনকল্যাণ নয়, সামাজিক উন্নয়ন তো নয়ই, বরং গোটা দেশ অসৎ মানুষের অপকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যুবসমাজ দেশের জন্য আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপে পরিণত হয় এবং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তারা রাতারাতি আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে নানাবিধ সামাজিক অপকর্মে লিপ্ত হতে থাকে। ...এরকমই কিছু প্রশ্নের জালে পাঠককে আবিষ্ট করেছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর ‘মিলির হাতে স্টেনগান’ গল্পের মাধ্যমে।”[১৮]

মিলির হাতে স্টেনগান গল্পের মিলির বড়ো ভাই রানা একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধের সময়কার তার ব্যবহৃত স্টেনগান সে জমা দেয় না স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্ত্রাগারে। এই অস্ত্রের অপব্যবহার করছে নিজের অর্থ-লালসা নিবৃত্তির কাজে। রানার পিতা আশরাফ আলীর সংলাপে প্রতিভাত হয় যুদ্ধপরবর্তী রানার লোভ, ঈর্ষা ও স্খলনজনিত দুর্দশার চিত্র—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "দু'একবার তোতলালেও আশরাফ আলী শেষ পর্যন্ত বুকে বল নিয়ে বলে, 'তোমার ছেলে বড়োলোক হচ্ছে না?' (...) আই. বির যারা বাপ, তাদের বাপের সঙ্গে রানার কড়া লাইন। দামি দামি সব জিনিসপত্রে ঘরবাড়ি ভরে তুললো, গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে না, আর আই.বি আসবে তাকে ধরতে?"[১৯]

৩

মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রসঙ্গ চিত্রিত হয়েছে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গল্পে। এ গল্পের ঘটনাধারায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মৌলবাদী ও রাজাকারদের বিতর্কিত ভূমিকা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাদের সর্বেসর্বা হওয়ায় আখ্যানই মুখ্য।

> "মাত্র দুই দশকের ব্যবধানে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কীভাবে একটি স্বাধীনদেশের নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পরিণত হয় সেই সীমাহীন মর্মযাতনার ঐতিহাসিক বাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে গল্পটির ঘটনাংশে।"[২০]

পাকিস্তানের দোসর নাজির আলি ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি অখণ্ডতাকে ধারণ করে। পাক-মিলিটারির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দখল করে হিন্দু সংখ্যালঘুদের লন্ড্রি, রাধাগোবিন্দ পোদ্দারের মনিহারি। 'মিলিটারির ভাউরা' নাজির আলি যেন সুযোগের সদ্ব্যবহারে লুটপাটের মহোৎসবে মেতে ওঠে।

পাকিস্তানি মিলিটারি বস্তিতে রেইড দিয়ে ৪ জন 'মিসক্রিয়েন্ট' ধরে মালিবাগে। ১ জন মারা গেলেও তিন জন পালিয়ে যাওয়া পুরো বস্তিতেই আগুন দেয় পাকবাহিনী। আগুনে পুড়ে মারা যায় ৭/৮ জন মেয়েমানুষ ও ১২/১৩টি ছোট্ট ছোট্ট শিশু। নাজির আলি ভাবে—

> "দুষমনের চরদের আদর করে ঘরে জায়গা দিয়েছ। এটুকু খেসারত তো বাবা তোমাদের দিতেই হবে।"[২১]

মধ্যরাতে লালমিয়া ও নাজির আলির সহায়তায় বস্তিতে বর্বর হামলা চালায় পাকবাহিনী। ইমামুদ্দিনের বাপ ও ভাইকে মারধর, দাদিকে হত্যা, স্ত্রী ও ভাইকে তুলে নেয়া কিংবা বস্তিতে ব্রাশ ফায়ার, সবকিছুই সমর্থন করে নাজির আলি। ইমামুদ্দিনের দাদির গালাগালির জবারে নিজের মা-বোনদেরও মিলিটারিদের হাতে সমর্পণ করা তার কাছে পরম সৌভাগ্যের বলে মনে হয়। ইমামুদ্দিনের 'কালো হলেও দেখতে ভালো' স্ত্রী সম্পর্কে সে ভাবে—

> "আমার দীনের জন্য হাজার মাইল দূর থেকে মিলিটারি এসে জান কোরবান করে দিচ্ছে, তাদের শরীরের তো কিছু চাহিদা থাকে।"[২২]

মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে 'শীতের ভেতর কুয়াশার রোদ জ্বালিয়ে' যুদ্ধজয়ী ছেলেরা পাড়ায় ফিরলে নিরুদ্দিষ্ট হয় নাজির আলি। ৭৫-পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অনুকূল শাসনব্যবস্থায় আবারও প্রত্যাবর্তন ঘটে তাদের। স্বাধীনদেশে মিলিটারি শাসন শুরু হলে নাজির আলি ও তার পার্টির সেই সকল সদস্য পুনর্বাসিত হতে শুরু করে যারা যুদ্ধের শেষদিকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে ছিল সরাসরি সম্পৃক্ত। এক শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে প্রত্যেক মুসল্লিকে সালাম দিতে দেখা যায় তাকে। চেনা-অচেনা সবাই তার লম্বা সফেদ দাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকালেও তার প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রশ্ন করে না কেউ, জবাবদিহি করে না অতীত-কর্ম নিয়েও। কয়েক বছর সে নাকি ছিল মক্কায়, আবার আত্মগোপনে থেকে শেয়ারে ব্যবসা করেছে এক মন্ত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে। তাকে আশ্রয়দাতা সেই মন্ত্রীর ভাই নিজে মুক্তিযোদ্ধা হলেও অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা হয়েছে একাত্ম। অর্জিত বিশাল পুঁজি দিয়ে বায়তুল মোকাররমের পাশেই মার্কেটে দিয়েছে স্বর্ণের দোকান। নাজির আলি বুলেটদের মুদি দোকানে দিয়েছে মোরগ-পোলাওয়ের হোটেল, দখল করেছে বুলেটদের বাড়িও। নিজের অবস্থান ধীরে ধীরে পাকাপোক্ত করে এখন বিশাল পুঁজির গার্মেন্টস তৈরির সংকল্প তার—

> "গার্মেন্টস চালু হলে তো কথাই নাই। এই মহল্লা কিনে নিতে তখন আর কতক্ষণ?"[২৩]

নাজির আলির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থানে প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে না পারলেও স্বপ্নে ঠিকই প্রতিবাদ জানায় বুলেট। বাস্তবে যেখানে তার বিরুদ্ধাচরণ অকল্পনীয় সেখানে স্বপ্নের জগৎ হয়ে ওঠে বুলেটের জন্য প্রতিশোধের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। গল্পকার বলছেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "...তারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার আগেই ঘুমের মধ্যেই বুলেট গড়িয়ে পড়ে অন্য স্বপ্নে। এখানে সে নিজেকে দেখতে পায় হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের উঁচু ছাদের ওপর।... এইরকম ভাবতে ভাবতে তার বড্ডো পেচ্ছাব চাপে। হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের ছাদে কোনো ঐ মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশরে বা সরকারেরও কোনো পাবলিক টয়লেট নাই। পেচ্ছাবের বেগ বাড়ে। একরকম বাধ্য হয়েই বুলেট ছাদ থেকে হলুদ প্রস্রাবের ধারা বইয়ে দেয় নিচের দিকে।... তার তীব্র বেগ হয়তো সন্তোষজনক ছিল, কিন্তু ওল্টনো পায়ের পাতা তার প্রস্রাবের ঝাঁঝ আঁচ করতে পেরে জাফরি-কাটা দেওয়াল টপকে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়েছে তাদের অদৃশ্য আখড়ার ভেতরে।"[২৪]

জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল গল্পের বুলেটের স্বপ্নে নাজির আলির বিরুদ্ধে চিত্রিত প্রতিবাদ যেন মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিচ্যুত রাষ্ট্র ও সমাজের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অন্তর্গত ক্ষোভের প্রতীকী প্রকাশ। বাস্তব জীবনে যে প্রতিরোধ অনেক সময় অকল্পনীয় হয়ে ওঠে, স্বপ্নের জগতে সেই প্রতিরোধই বুলেটের কল্পনায় হয়ে ওঠে দৃশ্যমান। নাজির আলির মতো 'উল্টো পা-ওয়ালা' মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তির পুনরুত্থান এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার বিপরীতে বুলেটেরে এই স্বপ্ন তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও তার পরবর্তী বাস্তবতার মধ্যকার গভীর দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পসমূহের সামগ্রিক পাঠে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কাছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক বাস্তবতা অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। *অপঘাত* ও *রেইনকোট*-এ তিনি যুদ্ধকালীন মানুষের ভয়, সাহস, আত্মত্যাগ ও চেতনাগত রূপান্তরকে চিত্রিত করেছেন। বুলুর আত্মত্যাগ ও মোবারক আলির পরিবর্তন যেমন যুদ্ধের অভিঘাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস ও দেশচেতনার বিকাশকে নির্দেশ করে, তেমনি নুরুল হুদার রূপান্তর দেখায় যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কখনো কখনো ভীত ও নিষ্ক্রিয় মানুষকেও নতুন আত্মপরিচয়ে উজ্জীবিত করতে পারে।

অন্যদিকে *অন্য ঘরে অন্য স্বর, খোঁয়ারি ও মিলির হাতে স্টেনগান* গল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাস্তবতায় সেই প্রত্যাশার বিপর্যয় প্রতিফলিত হয়েছে। চাঁদাবাজি, দখলদারি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক অবক্ষয় ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি— এসবের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস দেখিয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনের পরও সাধারণ মানুষের জীবনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষত *মিলির হাতে স্টেনগান*-এ মুক্তিযুদ্ধের অস্ত্রের অপব্যবহার মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থের সংঘাতকে তীব্রভাবে প্রকাশ করে। ফলে স্বাধীনতার রাজনৈতিক অর্জনের পাশাপাশি তার সামাজিক ও মানবিক তাৎপর্য নিয়েও গল্পটি প্রশ্ন উত্থাপন করে।

এই ধারাবাহিকতার পরিণত রূপ পাওয়া যায় *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল* গল্পে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির ভূমিকা, তাদের পরবর্তী পুনর্বাসন এবং ক্ষমতা ও পুঁজির সঙ্গে তাদের নতুন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ইলিয়াস স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতার একটি দীর্ঘস্থায়ী সংকটকে চিহ্নিত করেছেন। নাজির আলির চরিত্রে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির সুবিধাবাদী প্রত্যাবর্তন যেমন দৃশ্যমান, তেমনি বুলেটের স্বপ্নের প্রতিবাদে প্রকাশ পেয়েছে সেই শক্তির বিরুদ্ধে জনমানুষের অন্তর্গত প্রতিরোধ চেতনা। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি যখন নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়, তখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানুষের স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার ভেতর থেকে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় না।

সার্বিকভাবে বলা যায়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্পে মুক্তিযুদ্ধের বয়ান একরৈখিক নয়। এতে একইসঙ্গে রয়েছে যুদ্ধের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ, সাধারণ মানুষের ভয় ও দুর্দশা, স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গ, রাজনৈতিক নৈরাজ্য, সামাজিক অবক্ষয় ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির পুনরুত্থান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর বাস্তবতা এবং তার দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতকে গল্পের বিষয় করেছেন। তাঁর গল্পে ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবন, রাজনীতি ও সমাজ, স্বপ্ন ও বাস্তবতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জটিল বয়ান নির্মাণ করেছে।

এই কারণে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্পসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচলিত বীরত্বকেন্দ্রিক বয়ানের পাশাপাশি তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, অর্জন, ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতারও শিল্পিত দলিল। *অপঘাত* থেকে *রেইনকোট*, *অন্য ঘরে অন্য স্বর* থেকে *খোঁয়ারি* ও *মিলির হাতে স্টেনগান*, এবং শেষ পর্যন্ত *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*—এই গল্পগুলোর মধ্য

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 114 - 123
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের একটি ধারাবাহিক চিত্র নির্মিত হয়েছে। তাই ইলিয়াসের গল্পে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠেছে মানুষের দায় ও আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্বিবেচনার একটি শক্তিশালী শিল্পভাষ্য।

Reference:

১. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র* (১৯০৫-১৯৭১), প্রথম খণ্ড, মার্চ ১৯৯৯, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ৪৯-৫০
২. মাহমুদউল্লাহ (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
৩. আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য*, জাতীয় সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫
৪. পাঠ-পরিচিতি; *অপঘাত, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস*, বাংলা ভাষা-১: সাহিত্য, (সম্পাদক: মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ), স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্স, হিউমানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫, পৃ. ১৩৬-১৩৭
৫. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রচনাসমগ্র-১, *অপঘাত*, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৮০-২৮১
৬. *অপঘাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৭. *রেইনকোট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৮. *রেইনকোট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪
৯. জাফর আহমদ রাশেদ, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প*, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ৩য় সংস্করণ, ২০১৯, পৃ. ৯৮
১০. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ী*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, পৃ. ২৮
১১. হাসান আজিজুল হক, *গল্পসমগ্র-১*, মাওলা ব্রাদার্স, চতুর্থ মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২৮
১২. হায়াৎ মামুদ (সম্পাদিত), *নির্বাচিত হাসান আজিজুল হক*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১০, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২০৭
১৩. *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৪. *খোঁয়ারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
১৫. *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৬. *অন্য ঘরে অন্য স্বর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১৭. *খোঁয়ারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
১৮. মোস্তফা মোহাম্মদ, *আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কথাসাহিত্যে জীবন ও সমাজ*, প্রতিভাষ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৯৫
১৯. *মিলির হাতে স্টেনগান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩
২০. মো. আল-জোবায়ের, 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ শ্রেণিদ্বন্দ্ব', *সাহিত্য পত্রিকা*, ফাল্গুন ১৪২৯, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ১৯৮
২১. *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯
২২. *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩
২৩. *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০
২৪. *জাল স্বপ্ন, স্বপ্নের জাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫